¯úU : AvLvDov Rskb

এখানে ফেন্সিডিল বন্ধ দিলে, আর কিছুই থাকে না...

বাংলাদেশের পূর্ব প্রান্তে তিতাস নদী-তীরবর্তী শহর আখাউড়া। শহরের পূর্বদিকে ভারতের আসাম। সীমান্তবর্তী এ জংশন অনেকদিন ধরেই মাদক পাচারের জন্য খ্যাত। দু'যুগ ধরে এখানকার মাদক ব্যবসায়ীরা ফেন্সিডিল, গাঁজা, সেগুন কাঠ প্রভৃতি পণ্য ভারত থেকে এনে রেলপথে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করে...

লিখেছেন **সাজেদুর রহমান**

৫.০০ আখাউড়া জংশনের পূর্বপাশে তিতাস নদীর ঘাটে ভোরবেলা একটি ডিঙি নৌকা এসে ঠেকলো। নৌকা থেকে এক ঝুড়ি মাছ নিয়ে নামল জেলে মকবুল। সে জানালো, সারা রাত এই মাছ ধরেছে, এখন স্টেশন বাজারে নিয়ে যাচ্ছে বেচতে।

নদীর কূল ধরে সামনে এগোতেই দেখা গেল ৬-৭ বছরের সুমী রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে আর অনেকগুলো কাক তা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। খাবারে ভাগ বসাতে মাঝে মধ্যে কুকুর আসলে কাকগুলো উড়ে যাচ্ছে। সুমীর ছোট ভাই নাজমুল কুকুর তাড়াচ্ছে।

৬.০০ মকবুল তার মাছ নিয়ে রেললাইনের উপরেই বসেছে। আশপাশে বসেছে আরো কয়েকজন মাছ বিক্রিতা। কিছুক্ষণ পর এক ঝুড়ি বরফের কুচি নিয়ে এলো ছামাদ। ৮-১০ জন জেলে দ্রুত বরফের কুচি ভাগ করে নিয়ে নিজ নিজ মাছের ডালিতে ছড়িয়ে ছুটলো স্টেশনের পেছনে সিনিয়র সাব অর্ডিনেট রেস্ট হাউসের দিকে। একটু পরেই মকবুল খালি হাতে বেরিয়ে এলো। বলল, 'মাছ সব বেইচ্চা দিছি।' অন্য জেলেদের মাছও বিক্রি হলো রেস্ট হাউসে কোণায় নিরিবিলি লুকোচুরির মতো।

বিষয়টি খোলাসা করল লাইনম্যান মঙ্গল। পান খাওয়া লালচে তরমুজের বিচির মতো দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, 'ফেনসি যাইবো। ওপরে মাছ নিচে মাছ, ভেতরে ফেনসিডিল। হাঁ-হাঁ।' মঙ্গল আরো জানালো, 'আখাউড়া জংশনে ফেনসিডিল বাদ দিলে আর কিছু থাহে না। তা আবার গাঁজা-সেগুন কাঠও হয়। তয় ফেনসির মতো আর কিছুই হয় না।' ওর মতে স্টেশনের একশজনে দু-একজন ছাড়া সবাই এ কাজ করে। যে যাই বিক্রি করুক ফেনসি-গাঁজার সঙ্গে জড়িত না এমন পাওন যাইবো না'।

১২.০০ শুক্রবার দুপুরে স্টেশনটা ফাঁকা। মুখোমুখি অবস্থিত মুসলমান টি স্টল আর হিন্দু টি স্টলে গাজি, মুসলেম, আশিক, রানা দাঁড়িয়ে আছে। ৩ নম্বর প্লাটফর্মে বলা যায় ওরা ছাড়া আর কেউ নেই। কাছাকাছি যেতেই ১০-১২ বছরের আশিক এগিয়ে এসে বলল, 'মামা লাগব?' বললাম 'লাগব।' 'আহেন', বলে আশিক নিয়ে গেলো গাজির কাছে। গাজি এমনিতে পান-সিগারেট ফেরি করে বেচে। আশিক বেচে ঠান্ডা পানি । মইসা আর রানা অবশ্য কিছুই বেচে না। গাজি আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'ছার একদম ইনটেক মাল। ট্যাকা লাগব ৩০০।' দামটা শুনে কপট বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, 'অত হলে খাব না।' গাজি বলল, 'মইসা যা তো

দেইখা আয়।' মইসা দ্রুত ছুটে গেল। গাজির সঙ্গে বসে চা খাচ্ছি এমন সময় ফিরে এসে বলল, 'মামা, পাইছি, তয় আড়াই ট্যাকার কমে দিবো না।' আমি মইসাকে বললাম, 'দিতে পারি, তবে কোত্থেকে মাল নিয়ে আসবে তা দেখাবে।' কথাটা শুনে গাজি বলল, 'আপনি পাইলেই হইলো, যাওনের দরকার কি? ট্যাকা দিবেন মাল পাইবেন।' কথা না বাড়িয়ে চলে আসছি হঠাৎ দেখি আশিক আর রানা পেছনে পেছনে আসছে। তাদের আসার কারণ জানতে চাইলে বলল, 'ছার আপনি কি করেন?' 'দূরের মানুষ। বেড়াতে এসেছি। স্টেশনে এসেছি মাল খেতে।' কতটা বিশ্বাস করল বোঝা গেলো না। তবে আমার পিছুও ছাড়ছে না।

KvK‡K i"vU LvIqv‡bv mvgi wbZ¨mKv‡ji KvR

১১.৫০ আমিনা খাতুন বুঝতে পারছে না বিগত ৪ মাস ধরে সে একশ টাকা কম পাচ্ছে কেন? শুনছি সরকার নাহি ট্যাহা বাড়াইছে, আমার কেন কমাইলো?' এই আরজি নিয়ে আমিনা খাতুন স্টেশন সুপারিনটেন্ডেন্টের রুমের সামনে বসে আছে। তার স্বামী সিদ্দিক মিঞা রেলে পিওনের চাকরি করতো। মারা গেছে ১৫ বছর হলো। সেই থেকে আমিনা পারিবারিক পেনশন পেয়ে আসছে। শুরু হয়েছিল ১৭০ টাকা দিয়ে। ক্রমে বাড়তে বাড়তে ২ হাজার ৮৭ টাকা পেতো , কিন্তু গত ৪ মাস ধরে পাচ্ছে ৯৮৭ টাকা। এ নিয়ে চিটাগাং হেড অফিসেও গিয়েছিলো। ৫০০ টাকা ঘুষও দিয়েছিল। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই আবার কাছের প্রশাসন স্টেশন সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে এসেছে।

Dc‡i Avg bx‡P †dbwmwWj

১.১৫ স্টেশন সুপারিনটেন্ডেন্টকে পাওয়া গেলো। ট্রেন কন্ট্রোলারের রুমে নতুন যোগ দেওয়া তরুণ অফিসারকে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছেন তিনি। ফোনে ট্রেনের খবর কোথা থেকে কেমন করে সংগ্রহ করতে হবে। ট্রেন ছাড়ার আগে মাস্টারের জিনিসপত্র বড় কাঠের বাক্সে গুছিয়ে রাখতে হবে। প্রয়োজনে সাপ্লাই দিতে হবে কিভাবে। তরুণ ট্রেন কন্ট্রোলার হাসেম অক্ষরে অক্ষরে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। যেটা বুঝতে পারছেন না প্রশ্ন করছেন। 'স্যার ট্রেনের মাস্টারের বাক্সে পটকা দিতে হবে কেন?' সুপারিনটেন্ডেন্ট খানিকটা বিরক্তি নিয়ে বলল, 'এমনি। পথে যাইতে যাইতে মজা করব আর কি।' হাসেম আবার কিছু বলার জন্য 'স্যার' উচ্চারণ করতেই, সুপারিনটেন্ডেন্ট বললেন, 'ট্রেন বিপদে পড়লে পটকা ফুটাইয়া সংকেত দিবো সবাইরে।'

২.১২ আখাউড়া স্টেশন ও জংশনের সর্বোচ্চ পদের অধিকারী স্টেশন সুপারিনটেন্ডেন্টের কক্ষ। দুটি আলমিরা, একটি টেবিল আর গোটা চারেক চেয়ার ছাড়া উল্লেখ করার মতো কিছু নেই কক্ষে।

১৯৯৯ সাল থেকে তিনি এই পদে এই জংশনে আছেন। বয়স ৫৯। তার সঙ্গে কথা হলো অনেকটা এরকম :

২০০০ : কেমন আছেন?

সুপারিনটেন্ডেন্ট: কেমন আর থাকব বলেন? দিন-দুনিয়ার যা অবস্থা। এই যে দেখেন সারা রাত স্টেশনে থাকলাম। কত কাম করলাম। আসলে স্টেশনের যা অবস্থা...। সর্বাঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দেবো কোথায়... হা.. হা। তারপরও চেষ্টা পুরোদমে চালায়ে যাচ্ছি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

২০০০ : আপনার স্টেশনের বড় অপবাদ মাদকদ্রব্য পাচার হয়। এ বিষয়ে কিছু বলুন।

সুপারিনটেন্ডেন্ট : মাদক দ্রব্য! লেখেন, যা ইচ্ছা লেখেন। আমার কওনের কি আছে।

২০০০ : লেখার কথা নয়, আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি বিষয়টা।

সুপারিনটেন্ডেন্ট: কী জানবেন। আমি কিছু জানি না। এগুলো যাগো কাম তাগো যাইয়া কন। আমারে অন্য কথা কন।

২০০০ : আপনি স্টেশনের প্রধান। আপনার স্টেশন দিয়ে মাদকদ্রব্য, কাঠ পাচার হচ্ছে আপনি কিছুই জানেন না- এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

সুপারিনটেন্ডেন্ট: দেখেন এইগুলান আমার আন্ডারে না। এখানে পুলিশ, বিডিআর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, এসবি, জিআরপি সব আছে- তাদের দেখার কথা। আমি স্টেশনের মেইনটেনেন্স করি। মাদকদ্রব্য কোথায় থেকে কই যায় আমি জানি না।

২০০০ : স্টেশনের ওয়েটিং রুমের অবস্থা বেশ নোংরা। অধিকাংশ কক্ষের আসবাব নেই। প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগার বন্ধ...

সুপারিনটেন্ডেন্ট: বন্ধ রাখুম না কেন? খোলা থাকলে রুমে সব যাইয়া যা ইচ্ছা তাই করে। খারাপ মেয়েদের নিয়ে আসে। খারাপ কাম করে। আমি ঠেকাইতে পারি না। সবাই তো মাস্তান, কথা কইলেই কলার চাইপা ধরে।

২০০০ : রেলকে করপোরেশন করলে মন্দ হয় না।

সুপারিনটেন্ডেন্ট : ভালো হয়। সরকার কর্পোরেশন করতে চাইলে আমাদের আপত্তি নাই।

২০০০ : ঐতিহ্যবাহী স্টেশন জংশন, এর

PvB‡jI †PvivPvjvbx‡`i ai‡Z cv‡ibbv R¤^vb, dinv`, Avdmvi I wbRvg (evg †_‡K)

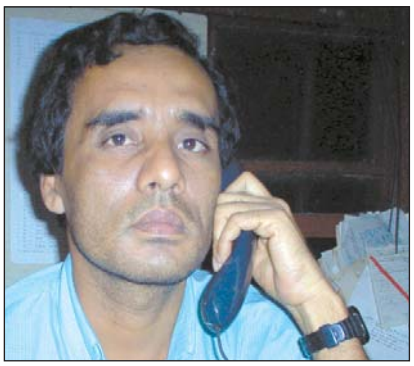

†÷kb সুপারিনটেন্ডেন্ট Gg Avi gwj-K

MvRxi †dwÝwWj-Gi `vg AvovBk UvKv

ভাবমূর্তি টিকিয়ে রাখতে কি করা উচিত?

সুপারিনটেন্ডেন্ট : এই স্টেশন আছিল, আসাম ব্যাঙ্গল রেলওয়ে আখাউড়া জংশন। পরে হইল পাকিস্তান রেলওয়ে আখাউড়া জংশন। এখন বাংলাদেশ রেলওয়ের অধীনে। ঐতিহ্যবাহী এই জংশনের এখন কোনো জৌলুশ নাই। আপনারা কন মাদক দ্রব্যের আখড়া। কথাগুলো শুনে খুব খারাপ লাগে। আমি এইখানে ৪০ বছরের বেশি কাজ করছি। এই স্টেশনের মায়া ছাড়তে পারি না। স্টেশনডার জন্য একটা কিছু করতে পারলে ভালো হইতো।

২০০০ : ট্রেন লাইনের সংস্কারের জন্য বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে অনেকগুলো প্রকল্প চলছে। এতে কী কাজ হচ্ছে না?

সুপারিনটেন্ডেন্ট: প্রকল্পের কথা আর কইয়েন না। এগুলো কি দিয়া কি করে কিছু বুঝি না। কখন শুরু করে আর কখন শেষ হয় কোনো ঠিক নাই। রেলের অবস্থার উন্নতিতে প্রকল্পগুলা কোনো কামেই আহে না।

৩.৪০ : আখাউড়া স্টেশনের উত্তর পাশে সবচেয়ে উঁচু ভবনে বসেন চিফ ইয়ার্ড মাস্টার। এখন ডিউটিতে আছেন তার নাম বেলায়েত হোসেন। বেলায়েত সাহেবের আরো দু'জন সহকারী আছেন।

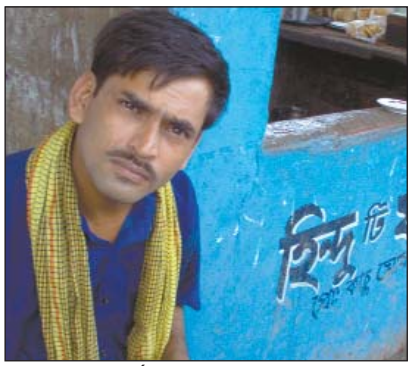

কেবিন মাস্টার বেলায়েত হোসেনের চারপাশে ১০-১২টি টেলিফোন। যার অধিকাংশই অনেক পুরনো। কোনোটি সেই ব্রিটিশ আমলের হ্যান্ডেল ঘোরানো। কোনোটি বড় একটা স্যুটকেসের সমান। সামনে রেল লাইনের ডায়াগ্রাম। তাতে নানা রকম লাল, নীল বাতি জ্বলছে।

বেলায়েত : আজ ৪৪টি শিডিউল আছে।

২০০০ : মানে?

বেলায়েত : মানে আর কি, ৪৪টি ট্রেন আইবো যাইবো।

২০০০ : প্রতিদিন কি এ সংখ্যক ট্রেন আসে যায়?

বেলায়েত : সংখ্যাটা কোনো কোনো দিন বাড়ে।

২০০০ : আচ্ছা আখাউড়া স্টেশনের লাইন কয়টা?

বেলায়েত : ডায়াগ্রামে ২৯টি লাইন দেখতেই পাচ্ছেন। এখন ১০/১২টা লাইন ঠিক আছে। তা দিয়েই চালানো হচ্ছে।

২০০০ : আপনাদের কাজ কি?

বেলায়েত : আমাদের কাজ এই ১০-১২টা লাইন দিয়ে ৪০/৪৫টা ট্রেনকে নিয়ে আসা আর পাঠিয়ে দেওয়া। কথাগুলো বলতে বলতেই বেলায়েত তার সহকারীকে বলল, ৭৪২ নাম্বার ডাউন... সহকারী দুটি বোতাম টিপল। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো জ্বলে উঠল।

২০০০ : ৭৪২ নাম্বার ডাউন মানে?

বেলায়েত : ৭৪২ নম্বর ট্রেনটা হইল তুর্ণা নিশিথা। এটা ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যাবে। যেগুলো ঢাকা থেকে আসে সেগুলোকে ডাউন বলা হয়। আর যেগুলো ঢাকার দিকে যাবে সেগুলোকে আপ বলে। এই ট্রেনটা ১০ মিনিট লেট আছে।

২০০০ : ট্রেনের লেট কেমন হয়?

বেলায়েত : আন্তঃনগর ট্রেন খুব একটা লেট হয় না। তবে মেইল ও লোকালের লেট হয়।

৫.২৫ স্টেশন পুলিশ ক্যাম্প। দুই কামরা বিশিষ্ট এই ক্যাম্পে মাত্র তিনজন বসে আছেন। একজন মোঃ সিরাজউদ্দিন সাবইন্সপেক্টর গোয়েন্দা বিভাগ, আখাউড়া শাখা, অন্যজন মোঃ শাহাজান সাবইন্সপেক্টর জিআরপি আখাউড়া শাখা এবং সর্বশেষ জন মোঃ মুসলিম, সাব ইন্সপেক্টর, আরএসবি, আখাউড়া শাখা।

প্রত্যেকের একহাতে কোমল পানীয়, অপরহাতে সিগারেট। গল্পটা মনে হয় বেশ জমেই উঠেছে। এ অবস্থায় বহিরাগত কাউকে মনে হয় আশা করেননি। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে একজন বললেন, 'কি চান?' আমি বললাম, 'কিছু কথা বলতে এসেছি।' এসআই সিরাজউদ্দিন টেবিলের অন্যপ্রান্তে খালি চেয়ারটায় বসতে বললেন।

২০০০ : আখাউড়া স্টেশনে কোন ধরনের সমস্যা বেশি হয়?

এসআই সিরাজ উদ্দিন : সমস্যা! সমস্যা তেমন কিছু নেই।

২০০০ : মাদকদ্রব্য পাচার হয়?

সিরাজ : মাদকদ্রব্য? কই না তো। আপনি ভুল শুনেছেন। আগে চলতো, এখন একদম বন্ধ।

২০০০ : ফেন্সিডিল তো অহরহ যাচ্ছে। আপনার লোকজন নির্দিষ্ট হারে পয়সা খাচ্ছে। প্রমাণ চান?

সিরাজ : দেখেন এইসব কথা কইয়েন না। ফেন্সিডিল দেখার দায়িত্ব আমাদের না।

২০০০ : এ দায়িত্ব কার?

সিরাজ : আমাদের না এইটা কইতে পারি।

২০০০ : শাজাহান ভাই ফেন্সিডিল-গাঁজা-সেগুন কাঠ পাচার হচ্ছে, এটা রোধ করার দায়িত্ব কার?

শাজাহান : আমাদের ভাই অনেক কাজ আছে। এই সব আমাদের দায়িত্বে পড়ে না।

২০০০ : মুসলিম ভাই দায়িত্ব মূলত কার বলতে পারেন?

মুসলিম : আমি বলতে পারব না।

২০০০ : আপনাদের দায়িত্ব কি একটু বলবেন?

শাজাহান : মাদকদ্রব্যের যে কথা বললেন, আমাদের সামনে পড়ে না। আর এগুলো দেখে রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী। আমাদের অন্য কাজ।

২০০০ : সেই কাজটাই তো জানতে চাচ্ছি!

শাজাহান : জানতে হলে আমার অফিসে আসবেন। জিআরপি'র অফিস কাছেই।

২০০০ : মাদকদ্রব্য এখানে যেভাবে পাচার হয় দেশের অন্য কোথাও হয় কি না সন্দেহ, আপনারা কি বলেন?

সিরাজ : ভাই, এইসব কথা আমাদের কেন বলেন। আপনারা সাংবাদিকরা ভাগে কম পাইলেই আমাগো দায়িত্ব নিয়া কথা তোলেন...

২০০০ : ভাগে কম পাইলে কথাটা বুঝলাম না?

শাজাহান : শোনেন, কথা বুঝনের কাম নাই। আপনি যা পারেন তাই কইরেন। এখন যান। কত সাংবাদিক কত কি ছিড়ল...

২০০০ : আমার মনে হয় আপনি সীমা লঙ্ঘন করছেন?

আমার কথায় তিন প্রশাসনিক কর্মকর্তা মনে হয় খুব মজা পেয়ে এক সঙ্গেই হেসে উঠলেন। এসআই মুসলিম এতোক্ষণ চুপ থাকলেও এবার বলল, 'আপনি সাংবাদিক তা তো মনে হয় না। কার্ড দেখান।' আমি কার্ড দেখাতেই শাজাহান বলল, 'এইডা আবার কোন পত্রিকা! বুঝলেন দেশে পত্রিকার শ্যাষ নাই। তো আপনের পত্রিকা কোন থেকে বের হয়? ঢাকা না আশুগঞ্জে। নাকি বারই হয় না? খালি কার্ড বানাইয়া লইছেন?' সিরাজ বলল, সাংবাদিকতা কি শখের বশে লইছেন?

†÷kbB hv‡`i NiemwZ

¯í mg‡qi Rb¨ emv gv‡Qi evRvi

২০০০ : আমিও যদি পুলিশের চাকরি নিতাম আপনাদের মতোই রোল প্লে করতাম।

সিরাজ : ভাই শোনেন। আপনি ঘোরেন, দেখেন। কোনো সমস্যা হইলে কইয়েন।

২০০০ : কিভাবে বলবো? আপনাদের মোবাইল নাম্বার আছে?

শাজাহান : আমার অফিসের নাম নিয়া যান। ফাইব সিক্স জিরো জিরো নাইন। তয় পত্রিকায় যত লেখে সব যদি ঠিক হইতো তাইলে দেশ কবেই যাইতো গা। আমারগেও কাম কইরে হইতো না, হা -হা। আবার সবাই সমবেত ভাবে হাসতে লাগল।

৬.৫৫ আখাউড়া স্টেশনের একমাত্র ওভারব্রিজটা বড়ই করুণ দশা। এই ওভারব্রিজের নিচেই তাঁবু খাটিয়ে কোনোরকম একটি খুপড়ি বানিয়ে বিডিআররা অবস্থান করছে। প্রতি টিমে চারজন করে স্টেশন পাহারা দিচ্ছে। প্রতি টিমে একজন সিনিয়র থাকে। এখন যে টিমটি কাজ করছে তাদের প্রধান হাবিলদার মোঃ আফসার আলী। বিডিআরদের অন্য সদস্য জুম্মান একটু এগিয়ে এসে বলল, 'আপনি সাংবাদিক?' সম্মতিসূচক উত্তর পেয়ে বসতে বলল।

২০০০ : স্টেশনের অবস্থা কি?

আফসার : একদম ভালো না। ফেন্সিডিল-গাঁজা-কাঠ এত পাচার হচ্ছে যে ভাবতে পারবেন না।

২০০০ : আপনারা ধরেন না?

আফসার : আমাদের সামনে যা পড়ে তা সবই ধরি। সমস্যা হলো, অন্যান্য সংস্থা চোরাকারবারিদের সহযোগিতা করে। আমরা ধরলেও ওরা বলে, ধরেন ক্যান।

২০০০ : আপনারা ধরলে অন্যান্য সংস্থা বাধা দেয়?

জুম্মান : গতকাল এক কেজি গাঁজা ধরছি! কি যে ঝামেলা করছে! এখানকার মাদক সম্রাট দুলালকে ধরলাম কিন্তু পুলিশের ওসি ১২ হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে কইছে দুলালকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করব। এখানকার রাজনৈতিক নেতারা আইছিল। মাদক কারবারিরা আমারে থ্রেট দিয়া কইছে, এক দিনের মধ্যে আমার টেনেসফার করব। ইউনিফর্ম খুইলা লইব। কন কেমনে কাম করি।

২০০০ : আপনারা মূলত কি ধরনের পণ্য ধরেন?

জুম্মান : ফেন্সিডিল সবচেয়ে বেশি চালান হয়। মেয়েদের দিয়েই হয়। আমরা মেয়েদের খুব বেশি চার্জ করতে পারি না। আর কুলি, জিআরপি ওরা তো ধরেই না। সে দিন দেখি এক কুলি ৫০ ট্যাকায় এক কেজি গাঁজা নিয়া যাইতেছে। কয়েক দিন আগে ধরছিলাম কর্ণফুলি ট্রেন থেকে ৫ সিএফটি সেগুন কাঠ। গার্ডকে বললাম, এইগুলো কার কাঠ? গার্ড দেখালো এয়ার কমোডর আকবর হোসেন চৌধুরীর কাঠ। আমি কইলাম, কয়েকদিন আগেই তো ৮ সিএফটি কাঠ নিলেন, সেইডাও ছিল এয়ার কমোডর আকবর হোসেনের কাঠ, এইডাও তাঁর। এইডা ক্যামন কথা? এরপর থেকে কাঠ আইলে তহন কিন্তু নামাইয়া রাখুম।

২০০০ : কাঠগুলো এয়ার কমোডর আকবর হোসেনের কিনা খোঁজ নিয়ে দেখেছেন?

জুম্মান : না, এইডা দেখি নাই। আমাদেরও তো হাত অত লম্বা না যে ঢাকা থাইকা আসা অতবড় অফিসারের খোঁজ নেব।

আফসার : কয়েকদিন আগে আমরা কাঠ ধরছিলাম। ধইরাই তো বড় বেকায়দায় পড়লাম। কুলিরে কই নামাও কিন্তু তারা নামায় না। পুলিশ বা অন্য কেউ আমাগো সাহায্য করেনি। আমরা নিজেরাই হাত দিয়া নামালাম। নামাইতে গিয়া দেখেন আমার হাত কাইটা গেছে। আর একটা জিনিস দেখেন, এখানকার একমাত্র সংস্থা আমরা যারা টুকটাক যা ধরি আমাদের সিজার লিস্টি আছে ক্যাম্পে। আপনি গেলে দেখতে পারবেন অন্য কোনো সংস্থার কিছু নাই।

৮.০০ রাতের আখাউড়া জংশনে অনেকগুলো রেলগাড়ির ভিড়। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চারদিক থেকে ট্রেনের পর ট্রেন এসে ভিড়ছে। আখাউড়া স্টেশন নিমেষ মাত্র বিশ্রাম পায় না। প্রতিটি ট্রেন হুইসেল বাজায় এবং সামনে নিশান ওড়ে। স্টেশনের লোকেরা তাই দেখে ও শুনে দূরে থাকতেই বলে দিতে পারে কোনটা কোথাকার ট্রেন। সিলেট, ঢাকা ও চট্টগ্রামের ট্রেনের যাত্রী সংখ্যায় বেশি। খুলনা, রাজশাহীর ট্রেনেও আসা-যাওয়া আছে।

১২.৪০ গানের আসরটা বেশ জমে উঠেছে। রাত যত বাড়ছে, গানের আসর ততো চাঙ্গা হচ্ছে। সবাই খুব আগ্রহভরে গান শুনছে। এর মধ্যে দু'একজন গান শুনে কেঁদে ফেলেছে। কাঁধের গামছা দিয়ে চোখ মুছে আবার মনোযোগ দিয়ে শুনছে। গায়েনরাও তাদের সুরেলা কণ্ঠে, দু'একটি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গাইছে 'সুখে যদি চাও ধৈর্য ধরো/ আরো কিছু দিন/ অপেক্ষাতে মেওয়া ফলে/ জেনো চিরদিন'। গানটি শোনামাত্র সবার মাঝে আনন্দের জোয়ার বইতে শুরু করলো। মইসাও গায়েনের সঙ্গে এক-আধ চরণ গাইতে চেষ্টা করছে।